দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... DEC 21 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

# চবি ক্যাম্পাসে ডবল মার্ডারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে প্রবল উত্তেজনা, বৃহত্তর জেলায় আজ হরতাল

মোয়াজ্জেমুল হক/তৌহিদ ইবনে ফরিদ

চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গন এখন প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত রবিবার দুই শিবির কর্মী নিহত হওয়ার পর সহিংস আরও ঘটনার আশঙ্কায় এ উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফলে সাধারণ মানুষ শঙ্কিত, পুলিশসহ প্রশাসন উদ্বিগ্ন।

চবি ক্যাম্পাসে ডাবল মার্ডারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী ছাত্রশিবির আজ মঙ্গলবার বৃহত্তর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করেছে। স্থানীয় চার বিরোধীদলীয় জোট ডাবল মার্ডারের ঘটনায় শিবির ঘোষিত কর্মসূচীর প্রতি

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

## চবি ক্যাম্পাসে (প্রথম পাতার পর)

সমর্থন ব্যক্ত করেন।

এদিকে ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ সোমবার তিন ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। বিরোধী ঐক্যজোট ছাত্রলীগসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। শিবির ক্যাডাররা সোমবার ২ নং গেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি এ্যাম্বুলেন্স জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে ৬টি আবাসিক হলের ছাত্ররা হল ত্যাগ করে। ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ না থাকলেও ভীতির কারণে তারাও হল ছেড়ে চলে যায়। ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ সোমবার বিশেষ শাটল ট্রেনের ব্যবস্থা করে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ট্রেনটি সাড়ে ১০টায় শহর অভিমুখে রওনা হয়। তবে শিবিরের সমর্থকরা ২ নং গেট দিয়ে বের হয়। আবাসিক ছাত্ররা হল ত্যাগের পর পুলিশের উপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ হলে তালা লাগিয়ে দেয়। হল ত্যাগের পর ছাত্রলীগ স্টেশন ও ১ নং গেট সংলগ্ন কটেজগুলোতে এবং ছাত্রশিবির দক্ষিণ ক্যাম্পাসহ ২ নং গেট সংলগ্ন এলাকায় জঙ্গী অবস্থান নিয়েছে। উভয় পক্ষ পরস্পরের মোকাবিলায় বিপুল সংখ্যক অত্যাধুনিক ও ভারি অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুলেছে। ছাত্রলীগ ও পুলিশকে প্রতিরোধে শিবির বিশেষ স্কোয়াড গঠন করেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্র জানায়। চট্টগ্রামের দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার নাসিরের সহযোগীদের সমন্বয়ে গঠিত এই স্কোয়াডটি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নিয়েছে। অপরদিকে ছাত্রশিবিরকে কাউন্টার দিতে ছাত্রলীগও শহর থেকে সশস্ত্র দুর্ধর্ষ ক্যাডারদের জড়ো করেছে। এদিকে রবিবারের ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সোমবার পর্যন্ত মোট গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত। এর মধ্যে ৩ জন শিবিরের এবং ৪ জন ছাত্রলীগের। বিশ্ববিদ্যালয়ের রবিবারের ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে ছাত্রশিবির ২৬ জন ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে হাটহাজারী থানায় একটি মামলা করেছে। অপরদিকে পুলিশও বাদী হয়ে একটি মামলা করেছে।

এদিকে রবিবারের সহিংস ঘটনায় মারাত্মক আহত ২ শিবির কর্মীর মধ্যে রুস্তম মারা গেছে বলে সোমবার শহরে ব্যাপক গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে শিবির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, রুস্তম ও শুকুরের অবস্থা এখনও শঙ্কটাপন্ন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রবিবারের ঘটনায় নিহত দুই শিবির নেতার নামাজে জানাজা সোমবার দুপুরে লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নামাজে জানাজা শেষে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে চার বিরোধীদলীয় জোটের নেতারা ছাত্রলীগসহ পুলিশ-বিডিআরকে প্রতিরোধের ঘোষণা দেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ও বিডিআরের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, মঙ্গলবার থেকে আমরা রাজপথে পুলিশ-বিডিআর দেখতে চাই না। একই সাথে দেখামাত্র ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের আক্রমণের জন্য সমাবেশে আহ্বান জানানো হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার বৃহত্তর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হারতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। শিবির নেতা হত্যাকারীদের গ্রেফতার না করলে অবিলম্বে চট্টগ্রাম অচলসহ আরও কঠোর কর্মসূচী দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। শিবির মহানগর সভাপতি মেজবাহুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, বিএনপি চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, জাপা নেতা মোঃ জাহাঙ্গীর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক আ ন ম মুনীর আহমেদ। পরে লাশ নিয়ে একটি বিশাল মিছিল নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ ছাড়া ছাত্রশিবির আগামী ২২ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন, ২৩ ডিসেম্বর শোক র‍্যালি এবং ২৪ ডিসেম্বর দোয়া দিবসের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

### ছাত্র ইউনিয়নের নিন্দা

রবিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির ও ছাত্রলীগের সহিংস সংঘর্ষ এবং ২ ছাত্র নিহতের ঘটনায় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম জেলা বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণ জেলা সংসদ তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংগঠনের তিনটি সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ যথাক্রমে মোঃ হারুন ও স্বাগত টিটো, আহসান কবির বেঙ্গল ও এবিএম রাহাত উল্লাহ জাহিদ, সৈবাল আদিত্য ও রেজাউল করিম বিজু এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

### ছাত্রলীগের প্রতিবাদ সমাবেশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সোমবার এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ নেতাদের মুক্তি দাবি করে রবিবারের ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি দাবি করেছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বেলাল মোঃ নূরী, ফারুক আজম, মাহাবুব এলাহী জহিরুল হাসান প্রমুখ।